প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

রাজনীতি এখন বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি । *তারিখ: ২৭–১১–২০১১*

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, ১৯৯০–এর দশকের শুরুতে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের মানুষকে সেবা করার পরিবর্তে রাজনীতি এখন পরিবর্তিত হয়েছে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এই প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, বর্তমান সংসদের ৬৪ শতাংশ সাংসদ ব্যবসায়ী এবং মাত্র ১৬ শতাংশ আইনজীবী। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকও সম্প্রতি বলেছেন, বিশ্বে আমাদের দেশই একমাত্র দেশ, যেখানে টাকার বিনিময়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন কিনতে পাওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সংগঠনেও রাজনীতি ছড়িয়ে পড়েছে অতিমাত্রায়।

'চার দশকে বাংলাদেশের অতীতের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক এক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে গতকাল শনিবার হাবিবুর রহমান এ মন্তব্য করেন। সাবেক এই প্রধান বিচারপতি এ সময় আরও বলেন, 'প্রতিটি সংকটেই আমাদের অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে জনগণ ও তাদের শুভবুদ্ধির ওপর। মধ্যস্থতার জন্য বিচারক কিংবা জেনারেলের কাছে ছুটে যাওয়া উচিত নয়।' রাজধানীর ব্র্যাক ইনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নিং স্টাডিজ (আইজিএস) লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অব বাথের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (সিডিএস) সহায়তায় এ সম্মেলনের আয়োজন করে। আজ রোববার ও কাল সোমবার সম্মেলনে দুই দিনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে গাজীপুরে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সমালোচনা করেন ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তাঁর মতে, কোনো মর্যাদাসম্পন্ন জাতি কখনো এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে না। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান আরও বলেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে আমরা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান যুক্ত করেছি। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি কখনো এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে না। তারা এটা ভেবে আশ্চর্য হবে যে, সরকার পরিচালনার জন্য আমরা জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করছি। অথচ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তাঁদের ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। পৃথিবীতে এমন দেশ রয়েছে, যেখানে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতির অনুপস্থিতিতে। এ দেশের নির্বাচিত সরকারগুলো নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে এ পর্যন্ত কোনো আগ্রহ দেখায়নি।'

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানে হত্যাকাণ্ডের পর গুণগত যে পরিবর্তন আসে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী দেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাজনীতির চমক চলে যায়, এটি পরিণত হয় একটি নীরস বিষয়ে। গত ৪০ বছর রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে খুবই সামান্য। আমাদের সৌভাগ্য যে, অন্তত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে এবং এখন আমাদের উল্লেখ করা হচ্ছে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির উদাহরণ হিসেবে। তবে দুই অঙ্কের মূল্যস্ফীতি এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমতে থাকার বিষয়টি উদ্বেগজনক।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করেন তিনি। সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বলেন, '২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ পাসের মধ্য দিয়ে ''অপারেশন ক্লিন হার্ট'' হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে, যা এ দেশের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। ভয়াবহ সেই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে আমাদের আর কোনো হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করাটা উচিত হবে না। হত্যাকাণ্ড—সেটি আন্দোলন কিংবা ধর্মের নামেই হোক অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ারেই হোক, তা নিন্দনীয়। অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করতে হবে। তাকে ক্রসফায়ারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মাঝে পুলিশের কোনো কৃতিত্ব নেই।'

দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিষয়ে বলতে গিয়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মন্তব্য করেন, গত ৩৫ বছরে ব্রিটেনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টির প্রধানের পদে সাতবার পরিবর্তন এসেছে। অথচ বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের প্রধান যথাক্রমে

৩০ ও ২৭ বছর ধরে স্বপদে বহাল রয়েছেন। তিনি বলেন, 'একটি দলের প্রধান ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজয়ের পর তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সহানুভূতিশীল দলীয় নেতা-কর্মীদের অনুরোধের কারণে তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টান। এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাঁদের একজন শেখ মুজিবুর রহমান, যাঁর নামে এ দেশ মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অন্যজন জিয়াউর রহমান, যিনি প্রথমজনের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।'

নিজেদের দলের লোকজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসনে অস্থিতিশীলতা তৈরি করা হয়েছে বলেও হাবিবুর রহমান মনে করেন। এ প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা কিছু লোককে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করছি। আর প্রশাসনের বাইরের বিশ্বস্ত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত লোকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিচ্ছি। আমরা উপদেষ্টা নিয়োগ করে তাঁদের মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছি।'

সরকার পরিবর্তনের পর অপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শনের সংস্কৃতির সমালোচনা করে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেন, 'সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে যখন ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তখন বিচারের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। বিশেষ করে, যখন ক্ষমা লাঘবের মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয় কিংবা সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পরপরই ক্ষমা চাওয়া না হয়। অথচ একজন সাজাপ্রাপ্তকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, কারণ ওই ব্যক্তির পছন্দের দল ক্ষমতায় এসেছে।'

হাবিবুর রহমান আরও বলেন, 'পাশাপাশি আমরা এটাও লক্ষ করেছি, প্রতিবারই সরকার পরিবর্তনের পর বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শত শত মামলা করা হচ্ছে। আর ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলে থাকার সময় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিপক্ষের করা মামলা প্রত্যাহার করছে। এ প্রক্রিয়ায় বিচারিক কাজে সময়ের অপচয় হচ্ছে আর এভাবে মামলা প্রত্যাহার অপরাধ ও দুর্নীতিতে মদদ জোগাচ্ছে।'

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, 'আমরা রাজনীতিবিদদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকি, আর তাঁদের ভাসিয়ে দিই স্তুতির বন্যায়। কিন্তু জাতির জীবনে যেসব কালিমাচিহ্ন রয়েছে, তা মুছে ফেলতে আমরা অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি। এর আংশিক কারণ হচ্ছে, দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অদক্ষ, অপ্রত্যাশিতভাবে ধীরগতিসম্পন্ন এবং দুর্নীতিপরায়ণ। ১০ বছর পেরোনোর পরও সংবেদনশীল মামলাগুলোর বিচার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার আর সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক সরকারের সৃষ্ট কলঙ্ক সঠিকভাবে মোচন করা গেছে। আশা করা যায়, গণহত্যার বিচার সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তা পরিশুদ্ধ হবে, যা জাতীয় ঐক্য সুসংহত করতে ভূমিকা রাখবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী বলেন, 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করাটা জরুরি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর এসে আমরা যদি গণতন্ত্রের ধারাকে শক্তিশালী করতে না পারি, তবে জাতি হিসেবে সেটি আমাদের ব্যর্থতার মধ্যেই পড়ে।'

গওহর রিজভী আরও বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে দুর্বলতা রেখে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে হতে পারে, সে ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। তাই সবার আগে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন জরুরি।'

বর্তমান সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্তরের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে। কীভাবে একে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত। অথচ আমরা তর্ক করছি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী না করে দেশের গণতন্ত্র কীভাবে সুসংহত হবে, তা নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে।' বিরোধী দলের সমালোচনা করে গওহর রিজভী বলেন, 'নির্বাচনের পর বলা হয়েছিল কারচুপি হয়েছে। আর এখন তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নস্টালজিয়ায় ভুগছে।'

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. গোলাম সামদানি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য দেন আইজিএসের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) রিজওয়ান খায়ের ও সিডিএসের ইমেরিটাস অধ্যাপক জিওফ উড। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইজিএসের গবেষণা বিভাগের প্রধান ইপ্সিতা বসু।